২০০৫-এ লেখক ও লেখালেখি

সাহিত্যে স্বল্প সুখবর

মার"ফ রায়হান

২০০৫ সালকে বিদায় জানাতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারি না। দেশের অবস্থা ভালো না হলে সাহিত্যের অবস্থাও ভালো হবে না– এমন কোনো কথা নেই। রাজনৈতিক হতাশা যদি লেখালেখি অঙ্গনকে গ্রাস করে ফেলে তাহলে সত্যিই দুর্ভাগ্য। এমনিতে লেখকরা থাকেন নেপথ্যে, আর প্রকৃত শিক্ষিত এবং সাহিত্যরসিকদের সীমিত বলয়ের ভেতরও একটি উৎকৃষ্ট প্রকাশনা সীমিত আলোড়নই জাগায়। সেটা নিয়ে ঠিক মাতামাতি হয় না। সেটা অবশ্য কাম্যও নয়। উন্নত সাহিত্য কাজ করে ভেতর-গভীরে, ছাপ ফেলে যায় দীর্ঘস্থায়ী। যদিও সাহিত্যচর্চা এখনও খণ্ডকালীন প্রক্রিয়া বেশিরভাগ লেখকের জন্যেই; সেইসঙ্গে এটাও বলতে পারি যে, লেখালেখি কিছুটা মৌসুমভিত্তিকও বটে। একুশের বইমেলা ও রোজার ঈদ– এই দুটি উপলক্ষকে সামনে রেখে লেখকদের সক্রিয়তায় বেগ সঞ্চার হয়। সৃজন-আবেগে লেখক নিত্য আলোড়িত হলেও ফসল তোলার জঙ্গমতা লক্ষণীয় ওই দুটি সময়েই। তার মানে নিশ্চয়ই শুধু এটা বোঝা"ছি না যে ফেব্র"য়ারির আগে-আগে লেখক বসে যান লিখতে, কিংবা রমজানের চাঁদ ওঠার সময়টি ঘনিয়ে এলেই লেখকরা (বিশেষ করে উপন্যাস-লেখকরা) নড়ে-চড়ে বসেন। যাই হোক, এবার বইমেলায় কম বই বেরোয়নি। তবে যারা বোদ্ধা-পড়ুয়া তারা জানেন ভালো বা গুর"ত্বপূর্ণ নতুন বইয়ের তালিকা করতে গেলে অতখানি পুলকিত হওয়া যায় না।

নতুন গ্রন্থ নতুন লেখা

এবছরের অর্জন বলতে পারি এমন ৫টি উপন্যাস বেছে নিতে পারি না বইমেলা থেকে। তিনটিতে এসে থেমে যাই : শওকত আলীর 'স্থায়ী ঠিকানা', সেলিনা হোসেনের 'মর্গের নীল পাখি', কামাল রাহমানের 'রূপালী জলের হ্রদ অথবা র"দ্ধস্রোতের কর্ণফুলী' (পাহাড়ীদের জীবনকাহিনী)। তবে বছরের শেষাংশে এসে আশা জাগে ঈদসংখ্যার উপন্যাসগুলো দেখে। হাসান আজিজুল হক আমাদের অগ্রগণ্য কথাশিল্পী। এর আগে একটিমাত্র উপন্যাসোপম গ্রন্থ বেরিয়েছিল তাঁর 'বৃত্তায়ন' নামে। এবার ঈদসংখ্যা প্রথম আলোতে বের"লো পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড 'অপ-রূপকথা'। উপন্যাসসাহিত্যে এটি বড় খবর। এইসঙ্গে আরো একটি কথা যুক্ত না করলেই নয়। আমাদের বর্ষীয়াণ কয়েকজন কথাশিল্পী, যেমন সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, রাবেয়া খাতুন, রাহাত খান, হাসনাত আবদুল হাই, রিজিয়া রহমান– এঁরা বেশ শক্তিমত্তার সঙ্গেই লিখেছেন ঈদসংখ্যায়। প্রথম দু'জন অসুস্থতার শিকার হয়েও উদ্যমরহিত হননি; আল মাহমুদও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন ঈদসংখ্যায়। রাবেয়া খাতুনের কথা আলাদাভাবে বলতেই হবে, কারণ তিনি গল্প-উপন্যাসের বাইরে ভ্রমণসাহিত্য রচনায় সক্রিয় ছিলেন। জনপ্রিয় ধারার লেখকদের ভেতর হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, প্রণব ভট্ট বেশি-বেশি লিখেছেন। অপেক্ষাকৃত তর"ণদের ভেতর আনিসুল হক ও মশিউল আলম লিখেছেন ব্যতিক্রমী বিষয় নিয়ে উপন্যাস। দু'জন কথাশিল্পীর নাম বলতেই হবে, মঞ্জু সরকার ও মঈনুল আহসান সাবের। এঁরাও কলম থামাননি। কথাসাহিত্যে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছেন তর"ণ প্রজন্মের এমন লেখকদের ভেতরে আছেন শাহীন আখতার, ইমতিয়ার শামীম, জাকির তালুকদার, প্রশান্ত মৃধা প্রমুখ। মুহম্মদ জাফর ইকবাল লিখেছেন সমাজসজ্ঞান উপাখ্যান। তবে প্রকৃত নতুন অর্জন যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা শক্তিমান কথাসাহিত্যিক হিশেবে সৈয়দ মনজুর"ল ইসলামের সামনে চলে আসা। না, এর আগে একাধিক গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছিল এই লেখকের, কিন্তু তেমন গুর"ত্ব পাননি। এবার গল্পগ্রন্থ 'প্রেম ও প্রার্থনার গল্প' বের"লো মেলায়, সাড়া ফেলে দিল সাহিত্যপিপাসু মহলে। তার ধারাবাহিকতাও বজায় রাখতে সক্ষম হলেন তিনি পত্রিকায় প্রথম উপন্যাস 'আধখানা মানুষ' ছাপতে দিয়ে। সম্ভবত আমিই ছিলাম উপন্যাসটির প্রথম পাঠক প্রথম আলো-র ঈদসংখ্যায় কাজ করার সুত্রে। কিছুদিন আগে ওই পত্রিকা ঘোষিত বর্ষসেরা বইয়ের পুরস্কারও জিতে নিয়েছেন সৈয়দ মনজুর। আরেকটি সুখবর, প্রয়াত কথাশিল্পী শামসুদ্দীন আবুল কালামের অপ্রকাশিত উপন্যাস পেতে শুর" করেছি আমরা লেখক-কন্যার সৌজন্যে।

কবিতার দেশ বাংলাদেশে এখনও সবচেয়ে বেশি কবিতা লেখা হতে থাকলেও কমে গেছে নতুন কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা। অবশ্য নামজাদা কয়েকজনের কাব্যগ্রন্থ ফিবছর বেরোয় তাঁদের বেচাবিক্রিতে যতোই ভাটা পড়ক না কেন। দুটি কবিতার বইয়ের কথা লিখতে পারি যা ২০০৫-এ আমার দৃষ্টিতে পরম প্রাপ্তি। এর একটি লিখেছেন বর্তমান বাংলা ভাষার জ্যেষ্ঠ কবি আবুল হোসেন। গ্রন্থের নাম 'রাজকাহিনী'; অপরটি রফিক আজাদের 'বর্ষণে আনন্দে যাও মানুষের কাছে'। যদি নিয়মিতভাবে পত্রপত্রিকায় কবিতা ছাপানোর প্রসঙ্গটি তুলতে চাই তাহলে নাম আসবে বেশ কিছু : শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, দিলওয়ার, মোহাম্মদ রফিক, নির্মলেন্দু গুণ, শিহাব সরকার, নাসির আহমেদ, ফার"ক মাহমুদ, কামাল চৌধুরী, সরকার মাসুদ, টোকন ঠাকুর প্রমুখ।

প্রবন্ধসাহিত্য/স্মৃতিকথা/অন্যান্য মননশীল গ্রন্থের তালিকায় আসবে : আবদুশ শাকুরের 'সঙ্গীত সঙ্গীত', হায়দার আকবর খান রনোর 'শতাব্দী পেরিয়ে', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'প্রভুর যতো ই"ছা', হুমায়ুন আজাদের 'নতুন জন্ম', সুফিয়া খাতুনের 'জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে'; মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দুটি গুর"ত্বপুর্ণ প্রকাশনা ৫ খণ্ডে মুনতাসীর মামুনের সম্পাদনায় 'মুক্তিযুদ্ধ কোষ', মেজর জেনারেল মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (অবঃ)-এর 'পুর্বাপর ১৯৭১ : পাকিস্তানী সেনাগহ্বর থেকে দেখা'। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মোহিত কামালের 'মনোবিশ্লেষণ মনোসমস্যা' উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আবুল মকসুদ, ফরহাদ মজহার, সলিমুল্লাহ খান, অনু হোসেন প্রমুখ গদ্য লিখেছেন পত্রপত্রিকায়।

প্রবাসী লেখক

বইমেলাকে সামনে রেখে কোনো কোনো প্রবাসী লেখক স্বদেশে আসেন। সে-সময়ে তাঁদের নতুন বই বের"লে সেই আগমন আরো আনন্দময় হয়ে ওঠে। দেশে আসেন দিলারা হাশেম, সালেহা চৌধুরী, ইকবাল হাসান, সৈয়দ ইকবাল, মাসুদা ভাট্টি, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, সাদ কামালী প্রমুখ। আসতে পারেন না দাউদ হায়দার ও তসলিমা নাসরীন, তবে আলোচিত হন উভয়ে। বেশ ক'বছর পর এসেছিলেন সেজান মাহমুদ ও রাকিব হাসান। দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন আলম খোরশেদ। যাঁদের নাম বললাম তাঁরা প্রত্যেকেই সক্রিয় আছেন লেখালেখিতে। বই বেরিয়েছে অধিকাংশেরই।

মঞ্চ ও মিডিয়া

বছরের শুর"র দিকে ফেব্র"য়ারি মাসে আয়োজিত জাতীয় কবিতা উৎসব অনেক কবি ও কবিকর্মীর সমাগম ঘটে। এতে কবিতার কোনো উন্নতি না হলেও এর সামাজিক গুর"ত্ব অস্বীকারের নয়। এই উৎসবের বাইরে সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রাণবন্ত তেমন কোনো অনুষ্ঠানের সংবাদ স্মরণ করতে পারছি না। গল্প-কবিতা পাঠের আসর, গ্রন্থ নিয়ে নির্মোহ আলোচনাসভা তেমন একটা হয়নি, যদিও ঘটা করে নতুন বেশ কিছু বইয়ের ঘটা করে প্রকাশনা উৎসব হয়েছে। এটি প্রচারণারই একটি অন্যতর কৌশল। দলীয়করণের কারণে সরকারি টেলিভিশন বিটিভির সাহিত্যানুষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে। এখন ভরসা স্যাটেলাইট টিভি। প্রতিদিন একুশের বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে চমক জাগায় চ্যানেল আই। বুক প্রমোশনে এর গুর"ত্ব অনেক, কিন্তু একই চ্যানেল বছরের মাঝ পর্যায়ে এসে স্থগিত করে দেয় সাহিত্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান 'বই এবং বই'। অন্য চ্যানেলগুলো সাহিত্যের অনুষ্ঠানের ব্যাপারে চরম উদাসীন। মঞ্চ ও মিডিয়ার কার্যকর উদ্যোগ সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে নিশ্চয়ই কিছু ভুমিকা রাখতে পারে।

নিয়মিত সাহিত্যের পত্রিকা

এবছরই অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায় বের"তে শুর" করেছে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'আবহমান'। এটা সুখবর। আরো স্বস্তিকর খবর হলো অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত আরেকটি ত্রৈমাসিক 'নতুন দিগন্ত' প্রকাশনা অব্যাহত রেখে তৃতীয় বর্ষ পার করছে। অবশ্য পত্রিকাটিতে সাহিত্যের ভাগ একটু কম। তবে সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক সুদৃশ্য সাহিত্য মাসিক 'কালি ও কলম' প্রকাশনার দ্বিতীয় বছরে আরো দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই মাসিকের প্রকাশক শিল্পপতি-আর্ট কালেক্টর আবুল খায়ের লিটু। আর সম্পাদনা করছেন দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী খ্যাত আবুল হাসনাত।

ক্ল্যাসিক রচনাবলীর প্রকাশ

অপেক্ষাকৃত নবীন প্রকাশনা ‘ঐতিহ্য’ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ এবং সুলভমূল্যে সরবরাহ করে আলোচিত হয়েছিল। এবার তারা মানিক, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ দাশ সহ কয়েকজন কালজয়ী সাহিত্যিকের সমগ্র রচনাভাণ্ডার প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আবারও পুস্ক সংগ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

কিশোর উপযোগী রচনা

কাইজার চৌধুরী, আলী ইমাম, ফরিদুর রেজা সাগর– এরকম কয়েকজন কিশোরসাহিত্য শাখাটিতে উলেস্নখযোগ্য নতুন ফসল তুললেও শিশু-কিশোরদের জন্যে এবছর আমরা খুব বেশি লেখা পাইনি। তবে শিশু-কিশোররা নিজেরাই নিয়মিত লেখালেখি করেছে। একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ‘ঐতিহ্য’ কিশোরদের রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। ‘সাপ্তাহিক ২০০০’ও ছোটদের গল্প রচনার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

ইন্টারনেটে লেখক ফোরাম

তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা আরো সুগম হওয়ায় এখন ইন্টারনেটে গড়ে উঠছে লেখক ফোরাম। এরকম কয়েকটি গ্র“পের নাম ‘কবিসভা’, ‘উত্তরসুরি’, ‘মুক্তমনা’। এগুলোতে মাঝেমধ্যে বিতর্ক জমে ওঠে। নবীন-প্রবীণ লেখকরা সমভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন। বিশেষ করে দেশের বাইরে অবস্থানরত লেখক-পাঠক এইসব ফোরামের ভেতর দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বোধ করেন, পান স্বভাষার সাহিত্যের স্পন্দন। অন্র্জাল এভাবে অন্র-যোগ ঘটায়।

এক পালস্নার জানালা এবং দরোজার বাইরে

সাহিত্যকে পত্রপলস্নবপুস্পশোভিত করে তুলবার জন্যে মনন-জানালা ভাষার জানালা পুরোপুরি খুলে দেয়ার বিকল্প নেই। শুধু বাইরেরটা (আন্তর্জাতিক) গ্রহণ করবো আর ভেতরেরটা (স্বদেশী) বহির্বিশ্বে পৌঁছুনোর দায়িত্ব নেবো না– এই অবস্থা চলতে পারে না। হ্যাঁ, আমি অন্য ভাষায় আমাদের সাহিত্যের অনুবাদের ওপরে জোর দিতে চাই। প্রথমত ইংরেজিতে অনূদিত হতে হবে আমাদের কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ। এরপর আরো কয়েকটি ভাষায়। অর্থাৎ জানালার দুটো পালস্নাই খুলে দিতে হবে। আর দরোজার বাইরে প্রথমত লেখককে নয়, যেতে হবে সাহিত্যকে। বলতে চাইছি, ব্যক্তি নয়, এখানে সমষ্টিগত, তথা জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি দেখতে হবে। একজন-দুজন বা একটি গ্রম্নপের বিদেশভ্রমণের চাইতে বেশি জরম্নরি নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবাধ পর্যটন।

বিয়োগ-ব্যথা

যথানিয়মে বছরটি কেড়ে নিয়েছে কয়েকজন লেখককে। হারিয়েছি মোবাশ্বের আলীর মতো নিভৃতচারী গদ্যকারকে। আবিদ আজাদের মতো সা”চা কবিকে দিয়ে শুর“ করে বছর তার সংহারপর্ব। মাঝে মারা যান ষাটের চমৎকার গদ্যলেখক, শিশুসাহিত্যিক, কবি আবু কায়সার; বছরশেষে বেদনাবহ প্রস্থান ঘটে কবি জিনাত আরা রফিকের। এদেশে মেয়েদের জন্যে সাহিত্য করা যখন বিঘ্ন-সংকুল ছিল সে-সময়েই এ সরলমনের মানুষটির কবি ইমেজ তৈরি হয়।

উপসংহারে শঙ্কা

নতুন বছরের সুচনাসময়ে বলছি বটে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’, কিন্তু শঙ্কা কাটছে না। ২০০৫ না হয় গেল কোনোরকম, ২০০৬ কী বার্তা নিয়ে আসছে? বিশেষ করে ১৭ই আগস্টের পরবর্তী পরিস্থিতিতে? এ বছরই তো জাতীয় সংসদের নির্বাচন হওয়ার কথা। তাই বড় দুই দলের নানা এজেন্ডা আসতে শুরম্ন করেছে। এই শীতেই তার উত্তাপ এসে ঘর্মাক্ত করে ফেলতে পারে পাঠক-অপাঠক সবাইকে। অন্যদিকে কাগজের দাম আকাশে উঠে গেছে এরই মধ্যে। প্রকাশকদের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপে আঁচ পেয়েছি যে নতুন বই এবার আশানুরূপ নাও বের“তে পারে। তবু আশায় বুক বাঁধি। প্রতীক্ষায় থাকি উন্নত সাহিত্যের।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৩০ ডিসেম্বর ২০০৫ চলতি সংখ্যায় প্রকাশিত